৫. বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি বা ব্যঞ্জনবর্ণ (Consonant) গুলির উচ্চারণ স্থান ও উচ্চারণের প্রকৃতি

☐ ১. বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি বা ব্যঞ্জনবর্ণ ঃ সংজ্ঞা

যে-সব ধ্বনি স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়া নিজেরা উচ্চারিত হতে পারে না, তাদের ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। ভাষাবিজ্ঞানের ভাষায়— যে-ধ্বনি উচ্চারণ কালে মুখবিবরের কোথাও না-কোথাও সম্পূর্ণ বাধাপায় কিংবা জিহ্বা, পেশী বা ওষ্ঠের দ্বারা শ্বাসবায়ু বেরোতে গিয়ে সাময়িক বাধা পায়, তাদের ব্যঞ্জন ধ্বনি বলে।

বাংলা ভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনি মোট ৩৬টি—

ক খ গ ঘ ঙ	প ফ ব ভ ম
চ ছ জ ঝ ঞ	য র ল ব শ
ট ঠ ড ঢ ণ	ষ স হ ড় ঢ় য়
ত থ দ ধ ন	এছাড়া—ৎ ং ঃ

☐ ২. বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণীবিভাগ বা বর্গীকরণ

বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি সংস্কৃত ব্যঞ্জনধ্বনির অনুসরণে পরিকল্পিত। তাই এগুলির শ্রেণীবিভাগ বা বর্গীকরণ যথার্থ বিজ্ঞানসম্মতভাবে গড়ে উঠেছে। প্রধানত দু ভাবে এই ব্যঞ্জনধ্বনি গুলির শ্রেণীবিন্যাস করা যায় ঃ

(এক) 'উচ্চারণ-স্থান' অনুসারে,
(দুই) 'উচ্চারণ-প্রকৃতি' অনুসারে।

☐ ২. (১). উচ্চারণ-স্থান অনুসারে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির বৈচিত্র্য ও শ্রেণীবিভাগ ঃ

ব্যঞ্জনধ্বনি মানেই, যে-ধ্বনি বাগযন্ত্রের কোনো -না-কোনো স্থানে বাধা পেয়ে বেরিয়ে আসে। মানুষের বাগ্‌যন্ত্রটি গঠিত হয়েছে অনুক্রমিকভাবে—কণ্ঠ, তালু, মূর্ধা, দন্ত ও ওষ্ঠ দিয়ে। বাইরের দিক থেকে দেখলে ঠিক এর উল্টো পর্যায় পাবো—ওষ্ঠ, দন্ত, মূর্ধা, তালু ও

কণ্ঠ। নিশ্বাসবায়ু বেরোবার সময় প্রথমে কণ্ঠে, তারপর তালুতে, তারপর মূর্ধায়, তারপর দন্তে এবং সর্বশেষ ওষ্ঠে বাধা পেয়ে বের হয়। তাই এই পারম্পর্য অনুসারেই ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির নামকরণও ঘটেছে। বাংলা বর্ণমালাও তদনুসারে সংগঠিত হয়েছে॥

☐ উচ্চারণস্থান ও ধ্বনির নামকরণ

১। উচ্চারণস্থান জিহ্বামূল, ধ্বনির নাম জিহ্বামূলীয়ধ্বনি ঃ
যে সব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ কালে জিহ্বামূলকে স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়, তাদের জিহ্বামূলীয়ধ্বনি বলে। যথা ঃ ক, খ, গ, ঘ, ঙ। (এদের ক-বর্গও বলা হয়)।

২। উচ্চারণ স্থান তালু, ধ্বনির নাম তালব্যধ্বনি ঃ যে সব ব্যঞ্জনধ্বনি তালুকে স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়, তাদের তালব্যধ্বনি বলে। যথা ঃ চ, ছ, জ, ঝ, ঞ। এছাড়া য, শ—ধ্বনিও তালব্যধ্বনি।

৩। উচ্চারণস্থান মূর্ধা, ধ্বনির নাম মূর্ধন্যধ্বনি ঃ যে সব ব্যঞ্জনধ্বনি মূর্ধাকে স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়, তাদের মূর্ধন্যধ্বনি বলে। যথা—ট, ঠ, ড, ঢ, ণ। এ ছাড়া ষ, ড়, ঢ়—এই ৩টিও মূর্ধন্যধ্বনি। স্মরণীয় যে, ণ—টির উচ্চারণ বাংলা ভাষায় অনুপস্থিত।

৪। উচ্চারণ স্থান দন্ত, ধ্বনির নাম দন্ত্যধ্বনি ঃ যে-সব ব্যঞ্জনধ্বনি দন্তকে স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়, তাদের দন্ত্যধ্বনি বলে। যথা—ত, থ, দ, ধ, ন। এ ছাড়া 'স'—দন্ত্যধ্বনি। 'ন' কে অনেকেই দন্ত্যমূলীয় ধ্বনি বলেন।

৫। উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ, ধ্বনির নাম ওষ্ঠ্যধ্বনি ঃ যে-সব ব্যঞ্জনধ্বনি ওষ্ঠকে স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়, তাদের ওষ্ঠ্য ধ্বনি বলে। যথা—প, ফ, ব, ভ, ম।

৬। উচ্চারণস্থান দন্তমূল, ধ্বনির নাম দন্ত্যমূলীয়ধ্বনি ঃ যে-সব ব্যঞ্জনধ্বনি দন্তমূলকে স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়, তাদের দন্ত্যমূলীয় ধ্বনি বলে। যথা—র, ল।

৭। উচ্চারণস্থান দন্ত ও ওষ্ঠ, ধ্বনির নাম দন্তৌষ্ঠ্যধ্বনি ঃ যে- ব্যঞ্জনধ্বনিটি উচ্চারণ কালে দন্ত এবং ওষ্ঠ দুটিকেই স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়, তাকে দন্তৌষ্ঠ্য ধ্বনি বলে। সেটি হলো—ব।

৮। যে সব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ কালে কণ্ঠকে স্পর্শ করে, তাদের কণ্ঠধ্বনি বলে। যথা—হ, ঃ।

☐ ২. (২). উচ্চারণ প্রকৃতি অনুসারে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির বৈচিত্র্য ও শ্রেণীবিভাগ ঃ

উচ্চারণ প্রকৃতি অনুসারে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিকে ভাষাবিজ্ঞানীরা নিম্নোক্ত ভাগে বিন্যস্ত করেছেন ঃ

(১) স্পৃষ্টধ্বনি বা স্পর্শবর্ণ (Plosive) ঃ যে ব্যঞ্জনধ্বনি গুলি উচ্চারণ কালে মুখবিবরের কোনো না কোনো স্থানকে সম্পূর্ণ স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়, তাদের পৃষ্টধ্বনি বা স্পর্শ বর্ণ বলে। যথা ঃ

ক - বর্গ / ক - ঙ	ত - বর্গ / ত - ন
চ - বর্গ / চ - ঞ	প - বর্গ / প - ম
ট বর্গ / ট - ণ	

(২) উষ্মধ্বনি (Spirants) ঃ যে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি উচ্চারণ কালে বায়ু আংশিক বাধা পায়, এবং বায়ু বেরিয়ে আসার সময় শিস্ দেবার মতো এক প্রকার ধ্বনি নির্গত হয়, তাদের শিস্‌ধ্বনি বা উষ্মধ্বনি বলে। যথা ঃ শ, ষ, স, হ।

(৩) ঘৃষ্টধ্বনি (Affricate) ঃ ঘৃষ্টধ্বনি হল স্পৃষ্টধ্বনি ও উষ্মধ্বনির যৌগিক রূপ। যে সব ব্যঞ্জনধ্বনি প্রথমে স্পর্শ ধ্বনির মতো ও পরে উষ্মধ্বনির মতো উচ্চারিত হয়, তাদের

ঘৃষ্টধ্বনি বলে। যথা ঃ চ, ছ, জ, ঝ। উদাহরণ—চ = ক্ + শ; জ = দ্ + জ ; ছ = থ্ + স — তালব্য (পূর্বদন্তীয় উচ্চারণ)।

(৪) **নাসিক্য বা অনুনাসিকধ্বনি (Nasals) ঃ** যে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ কালে শ্বাসবায়ু শুধু মুখ দিয়ে বের না-হয়ে মুখ ও নাক উভয় পথ দিয়েই বের হয়, তাদের নাসিক্য বা অনুনাসিক ধ্বনি বলে। যথা ঃ ঙ, ঞ, ণ, ন, ম। এছাড়া ং, ঁ —এই দুটিও অনুনাসিক ধ্বনি। কিন্তু এরা অন্য কোনো স্বরের সংযোগ ছাড়া উচ্চারিত হয় না (=রংসে, চাঁদ)।

(৫) **কম্পিত ব্যঞ্জন (Trilled) ঃ** যে ব্যঞ্জন উচ্চারণের সময় জিহ্বার সামনের দিক সামান্য কম্পিত হয় তাকে কম্পিত ব্যঞ্জন বলে। যথা— র।

(৬) **তাড়িত ব্যঞ্জন (Flapped) ঃ** যে ব্যঞ্জন উচ্চারণের সময় জিহ্বাগ্র দ্বারা দন্তমূল তাড়িত হয়, তাকে বলে তাড়িত ব্যঞ্জন। যথা—ড়, ঢ় (বাড়, রাঢ়)। ড়, ঢ় উচ্চারণের সময় মনে হয় জিহ্বের অগ্রভাগের উল্টো দিক যেন মূর্ধা থেকে নিচের দাঁতের উপর আছড়ে পড়ছে—একেই বলছি তাড়না। সংস্কৃতে ড়, ঢ় ছিল না। ছিল ড, ঢ। বাংলায় এ দুটি নতুন।

(৭) **পার্শ্বিক ধ্বনি (Lateral) ঃ** যে ধ্বনি উচ্চারণ কালে জিহ্বার দুপাশ দিয়ে বায়ু নির্গত হয়, তাকে পার্শ্বিক ধ্বনি বলে। যথা— ল (মলয়, লতা)।

(৮) **অন্তঃস্থ ধ্বনি ঃ** যে ধ্বনিগুলি স্পর্শধ্বনি ও উষ্মধ্বনির মধ্যে অবস্থান করে, তাদের অন্তঃস্থধ্বনি বলে। যথা—য, র, ল, ব। ভাষাবিজ্ঞানীরা বলেন—এদের কোনোটাই পূর্ণ ব্যঞ্জনধ্বনি নয়।

ক) 'য' (য = y), 'ব' (ব = w) হলো 'অর্ধস্বর'।

খ) 'র', 'ল' হলো— তরল ধ্বনি। এ দুটি 'অর্ধ-ব্যঞ্জন'।

□ ২. (৩). উচ্চারণ প্রকৃতি অনুসারে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকে অতিরিক্ত আরেক ভাবেও শ্রেণীবিন্যস্ত করা যায় ঃ

১। **ঘোষ (সঘোষ) ধ্বনি (Voiced Sound) ঃ** যে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ কালে সেই ধ্বনির সঙ্গে স্বরতন্ত্রীর কম্পনজাত সুর বা ঘোষ[১] মিশে থাকে, তাকে ঘোষ বা সঘোষ বা ঘোষবৎ ব্যঞ্জনধ্বনি বলে।

যথা ঃ বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ বা ধ্বনি

ক-বর্গের—গ ঘ ঙ।	ত - বর্গের—দ ধ ন।
চ - বর্গের —জ ঝ ঞ।	প - বর্গের — ব ভ ম।
ট - বর্গের— ড ঢ ণ।	(বাংলার ড় ঢ় = ঘোষধ্বনি)

২। **অঘোষ ধ্বনি (Voiceless/Breathed Sound) ঃ** যে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ কালে সেই ধ্বনির সঙ্গে স্বরতন্ত্রীর কোনো কম্পনজাত সুর মিশে থাকে না, তাকে অঘোষ ধ্বনি বলে।

যথা ঃ বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনি

ক-বর্গের— ক, খ।	ত-বর্গের— ত, থ।
চ - বর্গের — চ, ছ।	প - বর্গের — প, ফ।
ট - বর্গের — ট, ঠ।	

স্মর্তব্য ঃ ভাষাবিজ্ঞানীরা বলেন সঘোষ ধ্বনিগুলি ফিস্‌ফিস্ করে বললে অঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হয়।

---

১. ঘোষ = মানুষের বাগযন্ত্রে দুটি স্বরতন্ত্রী (Vocal Cords) থাকে। শ্বাসবায়ু বেরোবার সময় এই স্বরতন্ত্রীতে বাধা পায়। তাতে তন্ত্রীদুটি কাঁপতে থাকে। সেই কাঁপাতে একরকমের সুর সৃষ্ট হয়। তাকে বলে নাদ বা ঘোষ (Voice)।

এই ঘোষ এবং অঘোষ উভয়প্রকার ধ্বনিগুলিকে দুভাবে ভাগ করা যায় :

(ক) মহাপ্রাণ। (খ) অল্পপ্রাণ।

(ক) মহাপ্রাণ (Aspirated) ধ্বনি : যে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রীতে উত্থিত হ্ ধ্বনি (মহাপ্রাণতা) মিশে থাকে, তাকে মহাপ্রাণধ্বনি বলে। (মহাপ্রাণধ্বনি উচ্চারণের সময় 'প্রাণ' বা শ্বাসবায়ু জোরে বেরোয় ও অধিকপরিমাণে বেরোয়।)

যেমন : খ উচ্চারণে— উচ্চারিত হয় ক্ + হ্ মিলিয়ে।

তেমনি : ঘ উচ্চারিত হয় — গ্ + হ্ মিলিয়ে।

তেমনি : ছ = চ্ + হ্। ঝ = জ্ + হ্। ঠ = ট্ + হ্। ঢ = ড্ + হ্। থ = ত্ + হ্।

বর্গের ২য় ও ৪র্থ ধ্বনিকে মহাপ্রাণ ধ্বনি বলে :

ক-বর্গের— খ, ঘ। ত - বর্গের — থ, ধ।

চ - বর্গের — ছ, ঝ। প - বর্গের — ফ, ভ।

ট - বর্গের — ঠ, ঢ।

(খ) অল্পপ্রাণ ধ্বনি (Un-aspirated) : যে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রীর উত্থিত হ্ ধ্বনি (মহাপ্রাণতা) মিশে থাকে না, তাকে অল্পপ্রাণ ধ্বনি বলে। (অল্পপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারণের সময় 'প্রাণ' বা শ্বাসবায়ু ধীরে ও কম পরিমাণে বেরোয়)।

যথা : বর্গের প্রথম ও তৃতীয় ধ্বনি :

ক - বর্গের — ক, গ। ত - বর্গের — ত, দ।

চ - বর্গের — চ, জ। প - বর্গের — প, ব।

ট - বর্গের — ট, ড।

□ বাংলা স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনির বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণীবিভাগ

ব্যঞ্জনধ্বনি							স্বরধ্বনি	উচ্চারণ স্থান	উচ্চারণ-স্থান অনুযায়ী ধ্বনির নামকরণ
স্পর্শধ্বনি					অন্তঃস্থ ধ্বনি	উষ্ম ধ্বনি			
অঘোষধ্বনি		ঘোষ ধ্বনি		নাসিক্য					
অল্প-প্রাণ	মহা-প্রাণ	অল্প-প্রাণ	মহা-প্রাণ						
						ঃ, হ		কণ্ঠ	কণ্ঠ্যধ্বনি
ক	খ	গ	ঘ	ঙ			অ, আ	জিহ্বামূল	জিহ্বামূলীয়ধ্বনি
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ		শ, জ	ই, ঈ এ, ঐ	তালু	তালব্যধ্বনি
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ		ষ		মূর্ধা	মূর্ধন্যধ্বনি
		ড়	ঢ়					মূর্ধা ও দন্তমূল	মূর্ধন্য-দন্ত্যমূলীয়ধ্বনি
				ন	র, ল	স		দন্তমূল	দন্ত্যমূলীয়ধ্বনি
ত	থ	দ	ধ					দন্ত	দন্ত্যধ্বনি
প	ফ	ব	ভ	ম			উ, ঊ ও, ঔ	ওষ্ঠ	ওষ্ঠ্যধ্বনি

১. মহাপ্রাণতা [হ্ (h)]= মানুষের বাগযন্ত্রে দুটি স্বরতন্ত্রী থাকে। শ্বাসবায়ু বেরোবার সময় এই স্বরতন্ত্রীতে বেশ জোরে আংশিক বাধা পেলে একটি হ্ (h) ধ্বনির সৃষ্টি হয়। এই হ্ -কে মহাপ্রাণতা বলে।

□ 'প্রাণ' মানে শ্বাসবায়ু।